বিষণ্ন সার্কাস

জায়েদ সানি

প্র কা শ ন

উৎসর্গ

যাদের গায়ের চুমুর চিহ্ন
ঘামে ভিজে মুছে যায়...

সূচিপত্র

বিষণ্ণ সার্কাস	ঘর
খাঁচা	অরুণিমা
অসভ্যতার আদিম কৃমি	কাটা দাগ
ইচ্ছা	অণিমেষ মানুষ হতে চেয়েছিল
বৃষ্টি	বিষণ্ণ কবির ঠোঁট
আমি মরে গেলেও	ঢাকা দক্ষিণের ২৪নং ময়লার গাড়ি
চাহিদা	আত্মহত্যা
রিহাব	চাওয়া
স্বাধীনতা	প্রথম প্রেম
মাথা পিছু আয়ের কাগজ	অমরত্ব
একটা সন্ধ্যা	আঁকড়ে ধরতে চাই
অজ্ঞাত	হারিয়ে ফেলা
ধর্ম	দূরত্ব
নারী	তৃতীয় বিশ্বের একজন কবি
সবাই আসে	শব্দ
তুমি ছেড়ে যাওয়ার পর	তোমাদেরও সয়ে যাবে সব
আমি-১	যে ছেলেটা আত্মহত্যা করেছিল
আমি-২	চুম্বনের গল্প
উদ্বাস্তু	গুম
আমার বাবার বাগান করার বড্ড শখ ছিল	মৃত্যু

ভূমিকা

হাজার বছর পেরিয়েছে বাংলা কবিতা। এর মন্ময় অনুভূতির রং ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টির শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে। তারপর সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম—মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্তমান পর্যন্ত। এর অভিমুখ এখন অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। বাংলা কবিতারাশি রূপ-রসের ব্যঞ্জনায় সময়-স্বভাব ও কবিতা পার্সোনাকে ধারণ করে আছে নানামাত্রিক চিহ্নে-সংকেতে-রূপকল্পে আর কবিরা রেখে গেছে বাংলা কবিতার জন্য ঐশ্বর্য-ভূষণ-চিন্তন-পরিভাষা। কবিতা যে শুধু বিবরণ নয়, স্ফুট-স্ফটিক নয়-প্রছন্ন, বঙ্কিম, গভীরতম দ্যোতনার নির্যাস, শব্দ দিয়ে গড়া নৈঃশব্দের প্রতিমা তারই প্রকাশ ঘটেছে জায়েদ সানির 'বিষণ্ন সার্কাস' কাব্যটিতে। সেই সঙ্গে কাব্যটিতে রয়েছে কবির নান্দনিকবোধের সূক্ষ্মতা, রয়েছে মননশীল সৃজনশক্তির প্রাণবন্ত প্রয়াস। কবিতা একধরনের জীবন-সংগ্রাম, আত্মমুক্তি ও মানবমুক্তির সংগ্রাম, অনুধ্যান ও বিনির্মাণ কলা। নিঃসন্দেহে কবিতা ব্যক্তিবিন্যাস, সমাজবিন্যাস ও মানব বিন্যাসের এপিটাফ। জায়েদ সানির 'বিষণ্ন সার্কাস' ধারণ করেছে আলোচ্য গভীরতম সত্যটি। মানবজীবনের সার্বিক দুঃখবোধ, সামাজিক-রাষ্ট্রিক অব্যবস্থাপনাসহ অনাস্থা,

অস্থিরতা, দুরাশা, ক্লেদ, কূটাভাস, বিরোধাভাস, সংশয়, নেতি, নৈরাশ্য, দ্রোহ তার কবিতার ভাবসম্পদ। ‘ বিষণ্ন সার্কাস’ ৪০টি কবিতার সংকলন। কাব্যটির ‘আত্মহত্যা’ শীর্ষক কবিতায় কবি স্বার্থপর মানুষের আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারণকে ব্যঙ্গ করেছেন, আবার ‘ হারিয়ে ফেলা’ কবিতার মাধ্যমে ব্যক্তিক মানুষের শূন্যতাবোধ ও বিবিক্ত মন-মননের বিষয়টি অত্যন্ত নান্দনিক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এই কাব্যের নাম কবিতাটিতে যেন কবি জীবনতৃষ্ণা কাতর হয়ে নিজ জীবন ও অন্যজীবনের মধ্যে সমীকরণ করতে গিয়ে নির্মাণ করেছেন একাকীত্বের খাদ। ফলে পুরো জগৎটাই যেন হয়ে উঠেছে বিষণ্ন সার্কাস। তাছাড়া এই কাব্যের ‘অজ্ঞাত’, ‘অনিমেষ মানুষ হতে চেয়েছিল’, ‘অসভ্যতার আদিম কৃমি’, ‘খাঁচা’, ‘উদ্বাস্তু’, ‘বিষণ্ন কবির ঠোঁট’ প্রভৃতি কবিতা কবির শৌর্য ও সৌন্দর্যের স্ফূর্ত। সর্ব বিবেচনায় কী বিষয় কী বক্তব্যে কী ভাব সম্পদে বাংলা সাহিত্যের বিদ্যার্থী এই তরুণ কবির কবিতা নান্দনিক সৃজনীক্ষমপ্রজ্ঞার সচেষ্ট প্রয়াস বলা যায় অবলীলায়। কবিতাগুলোর সৌন্দর্য, শুদ্ধতা, নাটকীয়তা, প্রসিদ্ধি কবিতাপ্রেমিকদের আকৃষ্ট করবে যদিও কবিতা মূলত সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী পাঠকচিত্ত-সাপেক্ষ।

কবির আহমেদ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষণ্ণ সার্কাস

একটা সার্কাস,
আমার সাথে অনেক অনেক মানুষ।
আমি কাউকে চিনি না
কেউ আমাকে চিনে না।

এই সার্কাসে কোনো দর্শক নেই,
আমরা প্রতিটি প্রতিযোগীই
একজন আরেকজনের দর্শক।

কিন্তু মৃত নক্ষত্রের মতো
এই সার্কাস জ্যোতিহীন,
সুখহীন,
এখানে কেউ হাসে না।

কোটি বছরে ধরে
টিকে থাকা বিষণ্ণ সার্কাস এটি,
যেখানে কেউ হাসে না।

খাঁচা

খাঁচা ভাড়া দেওয়া হবে।
খাঁচা ভাড়ার বিজ্ঞাপনে ভরে উঠেছে শহর
দেয়ালে দেয়ালে টু-লেট দিচ্ছে উঁকি
হেঁটে হেঁটে ঘুরছি আমি
এই দেয়াল থেকে সেই দেয়াল
একবার বড় খাঁচা দেখি
আরেকবার ছোট।
আমি একলা মানুষ
বড় খাঁচা আমার জন্য না
তার উপর ওদের মতো
আমার পকেট ভর্তি
টাকা নামক কাগজ থাকে না।
আমি বারো বেশ্যায় আসক্ত পুরুষ
প্রকাশ্যে বিকিকিনি করি
তবে শরীরের না
কবিতার।
শরীরের মতো কবিতার চাহিদা
বাজারে তেমন একটা নেই।
এত নেই এর মাঝেও আমার একটা খাঁচা দরকার
একান্ত ব্যক্তিগত
যেমন একটা খাঁচা চায়
মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ।

অসভ্যতার আদিম কৃমি

আমার পেটের ভিতর একটা কৃমি আছে,
অসভ্যতার আদিম কৃমি এটি।
এক সময় আমরা অসভ্য ছিলাম
উলঙ্গ হয়ে ঘুরতাম
পাহাড়ে থাকতাম
কাঁচা মাংস খেতাম
উলঙ্গ হয়ে মারাই যেতাম।
অথচ এক সময় আমরা সবাই সভ্য হলাম
সবার ভিতরের অসভ্যতার কৃমি মারা গেল,
আমরা জামা কাপড় পরে
ঢাকতে লাগলাম যৌনাঙ্গ।
কিন্তু আমার ভিতরের কৃমিটা বেঁচে গেল।
ভিতরের কৃমিটা আমাকে দিয়ে আন্দোলন করায়
সভ্যতার বিরুদ্ধে
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে
আমাকে দিয়ে আন্দোলন করায়
কল্পনা চাকমা গুমের প্রতিবাদের।
এভাবেই আমাকে যুগের পর যুগ আন্দোলন করায়।
অথচ যাদের ভিতর অসভ্যতার কৃমি মরে গেছে
ওরা সকলেই সভ্যতা হারানোর ভয়ে
নামতে পারল না রাস্তায়।

ইচ্ছা

ধরুন, একটি রাতে মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল,
কেউ চলে গেল প্যারিসে
কেউ অকল্যান্ডে।
ধরুন একটি রাতে পৃথিবী থেকে কামের চাহিদা উঠে গেল,
তখনো কি কেউ ধর্ষিত হবে এই পৃথিবীতে?
ধরুন একটি রাতে
মানুষ না ভেঙে নিজেকে গড়তে লাগল
তখনো কি মানুষ আদৌ সেই রাতে ঘুমাতে পারবে?
নাকি সব ইচ্ছা পূরণ হওয়ার পরও
মানুষ সেই চির চেনা নির্ঘুম রাতই কাটাবে?

বৃষ্টি

বৃষ্টি আমাকে একবার তোমার সাথে নাও,
নদী হয়ে
তোমার সাথে সমুদ্র দেখতে যাব।

আমি মরে গেলেও

আমি মরে গেলেও
কিচ্ছু নষ্ট হবে না।
আমি মরে গেলে
অন্য কারো সাথে সঙ্গমকালে
কিছুটা থমকে যাবে তুমি
তবুও থেমে যাবে না।
আমি মরে গেলে
আমার সব থেকে কাছের বন্ধু
গাছ, ফুল ফোটানো বন্ধ করবে না
ওদের পরাগায়ণ থেমে যাবে না।
আমি জানি,
আমি মরে গেলে রাষ্ট্রীয় শোক হবে বটে,
তবুও রাষ্ট্র বলতে আমি যে নারীকে বুঝতাম
তার ভিতরে শোকের ছায়াও নামবে না।
যেহেতু আমি মরে গেলে
কারোর কোনো ক্ষতিই হবে না,
তাই বেঁচে থাকতে থাকতে
আমি কেবলই প্রতিদিন নিজেরই ক্ষতি করব।

চাহিদা

আমার ভীষণ খাদ্যের অভাব।
ক্ষুধা আমাকে তাড়া করে,
তাই আমি যৌনতাকে দূরে ঠেলি-
ক্ষুধার জ্বালায়
আমি চিবিয়ে খাই প্রেমিকার চুপষে যাওয়া ঠোঁট।
প্রেমিকা ভাত জোগাড় করে
কিন্তু বিধবা বলে মাংস কিনতে পারে না
আমার জন্য।
তাই আমার একমাত্র তরকারি প্রেমিকার শরীরের মাংস।
আমার কোনো যৌন চাহিদা নেই,
আমার ক্ষুধা আমাকে ঠেলে দেয়-
ঠেলে দেয়
প্রেমিকার শরীরের দিকে-
কিন্তু আমার কোনো যৌন চাহিদা নেই।

রিহাব

আমার যেসব বন্ধু রিহাবে ছিল
ওদের মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম আমি।
কেউ কেউ তখনও আমাকে বলতো
"আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করলেও পারতি।"
আমি আসলে খানিকটা বিশ্বাসঘাতক ছিলাম,
ওদের সাথে আমার নেশা করার কথা থাকত যেদিন
সেদিন আমি যেতামই না উদ্যানের সেই মঞ্চে।
সেসময় প্রেমিকার সাথে
মাঠে ঘাসে শুয়ে আকাশ দেখতাম।
ওরা দিন দিন নেশা জাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হতে থাকল
আর আমি মানুষের প্রতি।
যখন বুঝতে পারলাম আমি
ওরা আসক্ত হয়ে নষ্ট করছে ওদের জীবন
আমি তখন ওদের রিহাবে রেখে আসলাম।
ওদের রিহাব রাখার পর
মাঝে মাঝে যাই আমি
তখন ওরা আমার প্রশ্ন করে
"আমাদের না হয় তুই রিহাবে নিয়ে আসলি
তোকে নিয়ে আসার মতো কেউ আর আছে এখন?"